জেএসসি পরীক্ষা-২০১৭

বাংলা ১ম পত্র (সৃজনশীল) নমুনা প্রশ্নের উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও / অতিথিকে/ অতিথি কুকুরকে/কুকুরকে

খ.

কুকুরটার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কের মাধ্যমে যে মমত্ববোধ/ভালোবাসা/ টান/দরদ সৃষ্টি হয়েছে/ আকর্ষন সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য লেখক বাড়ি ফেরার আগ্রহ খুঁজে পাননি।

গ.

উদ্দীপকের ঈশার সাথে অতিথির স্মৃতি গল্পের লেখকের সাদৃশ্য রয়েছে। গল্পে লেখক রাস্তার ধারে একটি কুকুরের দেখা পায়। ধীরে ধীরে কুকুরটির সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্টতা হয় উদ্দীপকে ক্যাটসপারের সাথে ঈশার তেমনি ঘনিষ্টতা দেখা যায়।

ঘ.

মনিরুলদের আচরণে মানবেতর প্রাণির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মালির বউ লেখকের অতিথি কুকুরকে খাবার না দিয়ে মেরে ধেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। মানুষ যখন অন্য প্রাণির প্রতি মমত্ববোধ দেখায়। তখন ঐ প্রাণির প্রতি অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে ওঠে। গল্পে মালির বউ এবং উদ্দীপকের মনিরুলদের আচরণে সেই নির্মমতা নিষ্ঠুরতার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে

খ.

মসলিন কাপড়ের সূক্ষতা ও সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এ মন্তব্য করেছেন। মসলিন কাপড় দুনিয়া জুড়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার পেছনে ছিল শিল্পীদের দক্ষতা ও শৈল্পিক মানসিকতা।

গ.

জেরিনের চেতনায় 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের লোকশিল্পের প্রতি কদর/গুরুত্ব /দায়িত্ব বোধ/ আগ্রহ/শ্রদ্ধশীলতা ফুটে উঠেছে। লোকশিল্প দেশের ঐতিহ্য, দেশের তৈরি শিল্পসম্মত সামগ্রী ব্যবহার

করা সকলের দায়িত্ব। জেরিন নেদারল্যান্ড থেকে এসে দেশীয় শোরুম থেকে সে কেনা-কাটা করেছে তাতে তার দেশীয় পণ্যের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ.

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব প্রতিটি বাঙালির। এক সময় এদেশের শিল্পীদের তৈরি মসলিন দুনিয়াজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। মোঘল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। আজ মসলিন কারিগররাই জামদানি শিল্পকে ধরে রেখেছে। এদেশের শিল্পীদের তৈরি তাঁতশিল্প, খাদি বা খদ্দর আধুনিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করছে। এসব সামগ্রীর কদর করা আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। উদ্দীপকের তারকারা দেশের বাইরে সিঙ্গাপুরে ভিড় জমিয়েছে ঈদের কেনাকাটার জন্য এটা খুবই দুঃখ জনক। আমাদের লোকশিল্পের প্রতি চোখ দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে তাকাতে হবে সর্বস্তরের বাঙালির, তাহলেই এ শিল্প বিশ্ব দরবারে আবারও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবে। হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

<u>৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ</u>

ক

আব্রাহাম লিংকনের।

খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ভাষনের এ চরণের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব/দেশত্ববোধ/সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

গ

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ/দেশপ্রেমের প্রতি লিপির অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দেশ বিভাগের পর থেকেই এদেশের মানুষের প্রতি শোষন নির্যাতন চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙ্গালি দিক নির্দেশনা পেয়ে, উদ্বুদ্ধ হয়। দেশ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। তারই স্মারক জাতীয় স্মৃতিসৌধ লিপি জাতীয় স্মৃতি সৌধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগে অনুপ্রানিত হয়েছে।

ঘ

'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাঙালি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে।

উদ্দীপকে বাঙালির আত্মত্যাগ ও দেশত্ববোধের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে। তা অর্জনের জন্য বাঙালির ওপর বয়ে গেছে সীমাহীন নিষ্ঠুর নির্যাতনের স্টিমরোলার। উদ্দীপকের বর্ণনার মধ্যেও ফুটে উঠেছে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নির্মম নিষ্ঠুরতার চিত্র। যা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

সার্বজনীন উৎসব/২য় প্রধান উৎসব/ ব্যবসায়ীদের উৎসব।

খ.

পূর্বে জমিদাররা পূণ্যাহ অনুষ্ঠান পালন করতেন। পূণ্যাহ অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল খাজনা আদায়। এই অনুষ্ঠানে প্রজারা জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হতেন। তবে বর্তমানে জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ায় এই পূণ্যাহ অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকের চিত্রে বাংলা নববর্ষে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন সবাই সাম্প্রদায়িক চেতনা ভুলে একসাথে এই দিনটি উদযাপন করে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ মঙ্গলশোভা-যাত্রা বের করে। রমনা পাকুড়মূল যুবক-যুবতীদের পদচারণায় রঙ্গিন হয়ে ওঠে। মানুষের মঙ্গল কামনা করে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। মেয়েরা নতুন শাড়ি এবং ছেলেরা নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরিধান করে এতে অংশ নেয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসব।

ঘ.

উদ্দীপকের চিত্রে বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন মাত্র উক্তিটি যথার্থ।

বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধের পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত নানা উৎসবের কথা বলা হয়েছে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। বাংলা নববর্ষের প্রধান ও বৃহৎ অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। এর দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে হালখাতা। এটি একটি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান। এছাড়া পূর্বে নববর্ষে পূন্যাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো। এছাড়া রয়েছে নানা আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, যেমন-আমানি, হা-ডুডু, বলী খেলা । এছাড়া নববর্ষে মানুষের মঙ্গল কামনায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। রমনার পাকুড়মূলে নর-নারীরা উৎসবে মেতে ওঠে।

উদ্দীপকের চিত্রে শুধু মঙ্গলশোভা যাত্রার চিত্র ফুটে ওঠেছে। যা বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধের একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন মাত্র ।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

পাত্র অনুসারে

খ.

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি মানুষের বাহ্যিক পরিচয়কে উপেক্ষা করে মনুষ্যত্ব বা মানবতাকে বড় করে দেখিয়ে মানবজাতিকে অভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

লালন জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। জন্ম মৃত্যু কালে কোনো মানুষ তসবি বা জপমালা ধারণ করে না। সে সময় তো সবাই সমান মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে থাকেন লালন তা বিশ্বাস করে না।

গ.

উদ্দীপকের ছমির ব্যাপারীর মানসিকতায় লালনের অনুপস্থিত দিকটি হলো অসাম্প্রদায়িকতা।

মানবধর্ম কবিতায় কবি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তারা জাত পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব না করেন তা কবি বলেছেন কবি এ কবিতায় জাত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন যে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মধ্যে কোনো জাতের পরিচয় থাকে না। সে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করে। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তার গলায় তসবি বা মালা থাকে না কিংবা মৃত্যুর পরও তার মধ্যে কোনো জাতের চিহ্ন থাকে না।

ঘ.

উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের মাঝে ফুটে উঠা। দিকটিই যেন মানবধর্ম কবিতার মূলকথা উক্তিটি যথার্থ।

'মানবধর্ম' কবিতায় কবি অসম্প্রদায়িকতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি কোনো জাতে বিশ্বাস করেন না। তিনি নিজেকেও কোনো জাত বা ধর্মের মানুষ হিসেবে পরিচয় না দিয়ে তিনি নিজেকে মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। লালন বলেছেন যে মানুষ যে জাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তা তার জন্ম কিংবা মৃত্যুর বেলায় তার মধ্যে বিরাজমান থাকে না। জন্ম বা মৃত্যুর বেলায় সবাই মানুষ থাকে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

গান গাওয়া শেষ হলে গল্প বলতে বলেছিল।

খ.

বোনের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসার কারনে কানাই বাবার বকুনি একাই মাথা পেতে নিতে চেয়েছে।
'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কানাই তার বোনকে নিয়ে নৌকা ভ্রমনে যেতে চেয়েছিল। সে মাঝিকে তাদের নৌকায় তুলে নিতে বলল। তার মা তখন ঘুমিয়ে ছিল, বড় বোন স্কুলে গেছে। তার বোন ছোকানুকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সে তাকে খুব স্নেহ করে। তাই মাঝিকে বলেছে বাবার বকুনি খেতে হবে না তাকে, সে একাই তা মাথা পেতে নেবে।

গ.

উদ্দীপকের বক্তা ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হল দায়িত্ববোধ।

নদীর স্বপ্ন কবিতায় কানাই ও তার বোনের নৌকাভ্রমনের শখ ছিল। তাই একদিন সবার চোখ এড়িয়ে কানাই কানাই বোন ছোকানুরে নিয়ে নৌকাভ্রমনে বেরিয়ে ছিল। কিন্তু সে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেনি। সে কল্পনা করলেও তার বোনকে বাদ দেয়নি। সে মাঝিকে গান গাইতে বলল কারণ সে তার গান শুনে ঘুমাবে। সে মাঝিকে বলল তার বোনকে যেন দেখে রাখে। তার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই, ঝড় এলে যেন তাকে ডেকে তুলে তার বোনের ঘুম যে না ভাঙ্গে সেই কথা বলেছে। উদ্দীপকের বক্তাও মাকে রক্ষার দায়িত্ব পালনে অভয় প্রকাশ করেছে।

ঘ.

উদ্দীপকে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে-বক্তব্যটি যথার্থ।
নদীর স্বপ্ন কবিতায় কিশোর মনের কল্পনা, দেশের প্রকৃতি, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষন এবং ভাইবোনের মধুর সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ উপস্থিত। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু দায়িত্ববোধ ও কল্পনা ফুটে উঠেছে।

'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী ও নৌকাভ্রমন নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রুপায়িত হয়েছে। দুরন্ত এক কিশোর তার ছোটবোনকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকার নানা রঙের পাল, ঝাঁক ঝাঁকে পাখির উড়ে চলা, রুপালি ইলিশ, নৌকায় রান্না করা, সন্ধ্যায় গান গাওয়া, গল্প করা-এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে। পাশাপাশি বোনের প্রতি স্নেহ ও দায়িত্ববোধ প্রকাশের চমৎকার নিদর্শন রয়েছে। উদ্দীপকের বক্তাও কল্পনায় ডাকাতের কবল থেকে মাকে রক্ষার অভয় দিলেও দেশের প্রকৃতিও প্রকৃতির প্রতি আকর্ষনের কিছু প্রকাশ পায়নি।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

নারীর অবদানের কথা / নারীর সিঁথির সিঁদুর দেয়ার কথা

খ.

নারীর প্রতি বৈষমের দিন শেষ হয়েছে বর্তমানে সময় এসেছে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার।

এক যুগ ছিল যখন নারীরা পুরুষদের দ্বারা শোষিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সময় এসেছে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার। নারীকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার।

গ.

উদ্দীপকের সুফিয়ার বক্তব্যের নারী কবিতার নারীদের প্রতি বৈষমের দিকটি ফুটে উঠেছে।

পৃথিবীতে সভ্যতা নির্মানে নারী পুরুষের সমান অবদান আছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয় নাই। সবক্ষেত্রে নারীদের পুরুষদের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল উন্নতির পেছনে নারীদের সমান অবদান রয়েছে। উদ্দীপকের সুফিয়ার বক্তব্যে নারী কবিতার এই দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ.

সুফিয়ার স্বামীর মানসিকতায় নারী কবিতায় কবির প্রত্যাশার অনুরূপ উক্তিটি যথার্থ।

নারী ও পুরুষের সমান অবদানের কারণে মানবসভ্যতার এত উন্নতি হয়েছে। নারী কবিতায় কবির মতে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মানে নারী পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা লেখা হয় নারীর কথা ততটা লেখা হয় না। নারীরা সবসময় অধিকার বঞ্চিত থাকে। কিন্তু এখন সময় এসেছে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের। সকল কাজে নারীদের পুরুষের সমান মর্যাদা পাওয়ার সময় এসেছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

খ.

চরণটির দ্বারা উপেনের মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। উপেন একজন দরিদ্র কৃষক। জমিদার মিথ্যা মামলা দিয়ে তার জমি দখল করে নেয়। তারপর অনেক দিন পর উপেন সেখানে এলে সে তার অতি প্রাচীন আমগাছের দুটি আম গ্রহণ করে। কিন্তু জমিদার তাকে চোর বলে আখ্যায়িত করে। তখন উপেন উপরোক্ত উক্তিটি করে।

গ.

নিজ পিতৃভূমির প্রতি কাতরতায় উপেনের সাথে করিম মুন্সির সাদৃশ্য রয়েছে।

'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেন জমিদারের ষড়যন্ত্রে তার পিতৃভূমি হারায়। পরে সে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে জীবন যাপন করে।

'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি। তিনি ষড়যন্ত্র করে উপেনের জমি দখল করে। ফলে উপেন রাস্তার ভিক্ষুক হয়ে যায়। এর পনের-ষোল বছর পর উপেন মাতৃভূমি ভ্রমণে আসলে সে তাকে অপমান করে। কিন্তু পিতৃভূমির প্রতি অসীম মমতার কারনে সে পনের-ষোল বছর পরে তার পিতৃভূমিতে যায়।

উদ্দীপকের করিম মুন্সি একজন আন্তরিক লোক। সে রমিজ মিয়ার কাছ থেকে তার জমি কিনে নিলেও রমিজ মিয়া তার পিতৃভূমিতে বেড়াতে আসলে সে তাকে সাদরে গ্রহণ করে। সে নিজেদের বাড়িতে তাকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সে আবারও তাকে আসার নিমন্ত্রন দেয়।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের রমিজ ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের পিতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকের করিম মুন্সির মত মানসিকতা জমিদার এর মাঝে ফুটে উঠলে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কাহিনীও বদলে যেত-উক্তিটি যথার্থ ।

'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি। তিনি ষড়যন্ত্র করে উপেনের জমি দখল করে। ফলে উপেন রাস্তার ভিক্ষুক হয়ে যায়। এর পনের-ষোল বছর পর উপেন মাতৃভূমি ভ্রমণে আসলে সে তাকে অপমান করে।

উদ্দীপকের করিম মুন্সি একজন আন্তরিক লোক। সে রমিজ মিয়ার কাছ থেকে তার জমি কিনে নিলেও রমিজ মিয়া তার পিতৃভূমিতে বেড়াতে আসলে সে তাকে সাদরে গ্রহণ করে। সে নিজেদের বাড়িতে তাকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সে আবারও তাকে আসার নিমন্ত্রন দেয়।

যদি জমিদার করিম মুন্সির মতো আন্তরিক হতো তবে উক্ত কবিতার কাহিনীও বদলে যেত। উপেনকে সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে সাধুর শিষ্য হয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো না। নিজ বাড়িতেই জীবন কাঁটাতে পারত।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

শিকান নামক গোলপাহাড়ের উপর ।

খ.

ওভারশিয়ার লোকটি গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার করতে পারে এই আশঙ্কায়। পাখোমদের গ্রামে একজন ধনী মহিলা ছিলেন। তিনি ২৪০ একর জমির মালিক ছিলেন। তিনি খুব ভালো ছিলেন তবে তার ওভারশিয়ার লোকটা খুব খারাপ ছিল। একবার ধনী মহিলাটি সব জমি বিক্রি করে দেবেন এবং সেই জমি কনবে তার ওভারসিয়ার এই কারণে কৃষকেরা দুশ্চিন্তায় পড়েছিল।

গ.

সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো পাখোম।

'সাড়ে তিন হাত জমি' গল্পের পাখোম খুব লোভী স্বভাবের ছিল। তাই শয়তান তার সাথে একটা খেলা খেলন। প্রথমে তাকে অনেক জমি দিল ও পরে তা কেড়ে নিল। পাখোমের অতিরিক্ত লোভের কারনে অবশেষে তার মৃত্যু হলো।

উদ্দীপকের সেলিমও লোভের কারণে ফলে ফরমালিন দেওয়া শুরু করে। কিন্তু এই ফল খেয়ে তার মেয়ে অসুস্থ হয়ে যায়। নিজের লোভের কারণে সে নিজেই বিপদে পড়ল। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সেলিম মিয়া ও পাখোমের চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ.

পাখোম চরিত্রের মধ্যে সেলিম মিয়ার মানসিকতা পুরোপুরি প্রতিফলিত হলে 'সাড়ে তিনহাত জমি' গল্পের কাহিনী বদলে যেত-উক্তিটি যথার্থ।

'সাড়ে তিন হাত জমি' গল্পের পাখোম অতি লোভী। সে কখনোই তার নিজের অবস্থায় সুখী ছিল না। সে সব অবস্থায় আরো ভালো থাকার চেষ্টা করত। অতিরিক্ত লোভের কারণে অবশেষে তার মৃত্যু হয়।

উদ্দীপকের সেলিম মিয়া অতি লাভের আশায় ফলে ফরমালিন দেয়। এই ফল খেয়ে তার মেয়ে রুপা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলে সেলিম তার ভুল বুঝতে পারে। সে নিজেও এরপর আর ফলে ফরমালিন দেয় না এবং বন্ধুদেরও বারন করে না দেয়ার জন্য ।

পাখোম সেলিমের মতো নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে তার মৃত্যু হতো না।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

সুচতুর ও অত্যন্ত কুটবুদ্ধি সম্পন্ন

খ.

অ্যান্টনিওর প্রতি প্রতিহিংসার কারণে। অ্যান্টনিও শাইলকের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিল। তখন শাইলখ তার তামাটে দাঁত বের করে হাসল। কেননা অ্যান্টনিও এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর এবং তার দুর্নাম ছড়ানোর এই ছিল মোক্ষম সুযোগ।

গ.

উদ্দীপকের নবু খাঁ চরিত্রটি "মার্চেন্ট অব ভেনিস" গল্পের শাইলক চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
মাঁচেন্ট অব ভেনিস" গল্পের শাইলক খুবই ধূর্ত এবং লোভী প্রকৃতির লোক। সে যদি সুযোগ তাহলে কড়া সুদে লোকের টাকা নিত, দরিদ্র লোকদের বিপদে ফেলত। সে ছিল খুবই খারাপ এবং নীতিহীন লোক।

উদ্দীপকের নবু খাঁ ও একজন লোভী লোক। সে খুব ধুরন্দর প্রকৃতির-
অর্থবিত্তের প্রতি তার খুব লোভ। সে নানাভাবে মিথ্যে কথা বলে দরিদ্রদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের নবুখা শাইলকের প্রতিরূপ।

ঘ.

'মার্চেন্ট অব ভেনিস' গল্পের অ্যান্টনিও খুব ভালো প্রকৃতির লোক। সে একজন অসাধারণ মানবদরদী। সে তার এলাকার মানুষের বিপদে এগিয়ে যেতেন, তাদের সাহায্য করে যথাসাধ্যভাবে। তার বন্ধুরও কোনো অভাব ছিল না।

তাই, শামসু কাজীকে 'মাচেন্ট অব ভেনিস' গল্পের অ্যান্টনিওর যোগ্য প্রতিনিধি বলা যায়।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক.

বিজ্ঞ পন্ডিতের কাছে।

খ.

টমের এ কথা বলার কারণ রাজকুমারের আহ্বানে সংশয় সৃষ্টি হওয়া বা বিশ্বাস করতে না পারা।

টম দরিদ্র ঘরের ছেলে। ছোটবেলা থেকে সে রাজা ও রাজকুমারের স্বপ্নে বিভোর থাকত। সত্যিই যখন রাজকুমার তাকে প্রাসাদের দিকে ডাকল তখন টমক্যান্টি একথা বলল।

গ.

উদ্দীপকের কাকন দাসী চরিত্রে 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' গল্পের ভিখারির ছেলে টমক্যান্টির চরিত্র প্রকাশ পায়।

গল্পে টম ছিল কল্পনা বিলাসী। ভিখারির ছেলে হয়েও নিজেকে সে সত্যিকার রাজকুমার বলে কল্পনা করত এবং রাজকুমারকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করত। একদিন সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমারের সাথে দেখা হলে, একজনের জীবন অন্যজনের ভালোলাগায় তারা পোশাক বদল করে। এতে ভিখারির ছেলে হয় রাজকুমার আর রাজকুমার হয় ভিখারির ছেলে।

উদ্দীপকের কাকন দাসী ছিল খুব চতুর। রাণীর কাছ থেকে রাজাকে সুস্থ করার নিয়ম জেনে দ্রুত চলে আসে। পাতার রস চোখে দেয়ায় রাজা দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। কাঁকন দাসী তখন নিজেকে রানী হিসেবে এবং রানীকে দাসী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানে রাজকুমারও ভিখারির ছেলের মত একই ঘটনা ঘটে।

ঘ.

সাময়িক বিচারে উদ্দীপকে রাণীকে গল্পের রাজকুমারের প্রতিচ্ছবি বলা যায় না। তবে চূড়ান্ত বিচারে রাণীকে রাজকুমারের প্রতিচ্ছবি বলা যায়। গল্পে টম তার জীবনের গল্প এবং রাজকুমার তার জীবনের গল্প একে অপরকে বলে। একজনের কাছে অন্যজনের জীবন ভালো লাগায় তারা পোশাক বদল করল। রাজকুমার হলো ভিখারির ছেলে আর ভিখারি হলো রাজার ছেলে।

উদ্দীপকে সচতুর কাঁকন দাসী ষড়যন্ত্র করে নিজেকে রাণী এবং রানীকে দাস হিসেবে রাজার কাছে উপস্থাপন করে। সেদিক থেকে রাণীর দাসীতে পরিণত হওয়া এবং রাজার ছেলের ভিখারিতে পরিণত হওয়া এক নয়।

কিন্তু চূড়ান্তভাবে বিচার করলে নানা ঘটনার রদ বদলে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে গল্পের রাজার ছেলে এবং উদ্দীপকে রাণী তারা নিজেদের জীবন ফিরে পায়। সেদিক থেকে রাণী রাজকুমারের প্রতিচ্ছবি।

লুৎফুন নাহার

প্রধান পরীক্ষক